সংবাদ

17 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১২ ... ৪

দেয়ালে দেয়ালে চটকদার বিজ্ঞাপন

শেরপুরে ব্যাঙের ছাতার মতো নামসর্বস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রতিনিধি, শেরপুর (বগুড়া)

বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো নামসর্বস্ব অসংখ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৯টা। বিরতিহীন পাঠদানের ব্যবস্থা। এরমধ্যে রয়েছে স্কুলের ক্লাস, প্রাইভেট ও কোচিং। এটি একটি কেজি স্কুলের ভর্তি বিজ্ঞাপন। তবে মাঝপথে খাওয়ার জন্য সামান্য বিরতি রয়েছে। এই চটকদার বিজ্ঞাপনে অভিভাবকরাও আকৃষ্ট। তাই তাদের কোমলমতি শিশুদেরকে ভর্তি করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন বিভিন্ন মডেল ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোতে। তবে লাগামহীন পাঠদানের চটকদারি বিজ্ঞাপন দেয়া হলেও এসব প্রতিষ্ঠানের কোন অনুমতি নেই। এমনকি মানসম্মত পাঠদানও দেয়া হয় না। শুধুমাত্র এসব বিদ্যালয়ে কোমলমতি শিশুদের বন্দিশালায় শৈশব কাটছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে বিনা বেতনে মানসম্মত পাঠদান হয় না এমন ধারণা থেকেই ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য কেজি স্কুলগুলোকে বেছে নিচ্ছেন। আর এই সুযোগে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কিন্টারগার্টেন কেজি স্কুল। গেল এক দশকে এই উপজেলায় প্রায় শতাধিক এসব নাম সর্বস্ব স্কুল গড়ে উঠেছে। স্কুলগুলোতে সরকারি-নিয়মকানুনের কোনো বালাই নেই। এরমধ্যে কোন কোন স্কুল আবার দেশ পেরিয়ে ইন্টারন্যাশনাল খেতাবও লাগিয়েছেন।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, পৌর শহরসহ উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় যত্রতত্র গড়ে উঠা খুপড়ি আবদ্ধ ঘর বেছে নেয়া হয়েছে পাঠশালা হিসেবে। স্কুলের খোলা মাঠ বলতে কিছুই নেই। খেলাধূলা ও বিনোদনের কোন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। এরপরও এসব স্কুলে শিক্ষা নিতে প্রতিনিয়তই আসছেন শিশু শিক্ষার্থীরা। ফলে তাদের সকালের মুক্ত পরিবেশ কাটছে আবদ্ধ পাঠশালায়। এছাড়া লাগামহীন পাঠদান নিয়েও রয়েছে নানা কথা। সকাল ৮টা থেকে এসব কেজি স্কুলে ক্লাশ শুরু হয়। এরপর বাধ্যতামূলক কোচিং করা হয়।

শেরপুরের আল ইমরান, আবদুল কাদের মজনু সহ একাধিক ব্যক্তি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, এসব স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষকই পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাই কেজি স্কুলগুলোর কার্যক্রম ওপরে ভালো মনে হলেও আড়ালে বাণিজ্যই তাদের প্রধান টার্গেট। নানা অজুহাতে টাকা আদায় করাই লক্ষ্য। তাই সিলেবাসে প্রয়োজনীয় বই লিখে পুস্তক প্রকাশনীর কাছ থেকে বছরে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হয়। ভুক্তভোগী এসব ব্যক্তি আরও বলেন, প্রতিবছর ছাত্র সংগ্রহেও নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে অভিনব কৌশল গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে বছরের ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসজুড়ে শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের দেয়ালে দেয়ালে রঙ-বেরঙের পোস্টার-লিফলেট সাটানোর পাশাপাশি ডিজিটাল প্যানা ও ব্যানার লাগানো হয় অভিভাবকদের আকৃষ্ট করার জন্য। এছাড়া মাইকযোগে অসম প্রতিযোগিতা তো রয়েছেই। এ প্রসঙ্গে উপজেলা কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান বলেন, মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা আমাদেরও কাম্য। কিন্তু সরকারি কোন নীতিমালা না থাকায় ব্যাঙের ছাড়ার মতো যত্রযত্র কেজি স্কুলের নামে নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। তাই কেজি স্কুলগুলোকে সহজশর্তে রেজিস্ট্রেশন দেয়া প্রয়োজন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুল কাইয়ুম এ প্রসঙ্গে জানান, স্কুলের ক্লাস শেষ হলে বাধ্যতামূলক কোচিং করানোর সুযোগ নেই। লাগামহীন পাঠদান শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্যও হুমকি। তাই কোন কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নিয়মবহির্ভূত পাঠদান দেয়ার অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।